তারিখ 20 FEB 2016
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

প্রথম আলো

থাকছে বিদ্যালয়টি পাশে আদালত

বেইলি রোডের সামাজিক শিক্ষাকেন্দ্র সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

একটি জরাজীর্ণ ভুতুড়ে ঘরে শিক্ষককের বসার কক্ষ থাকলেও সেটিও ঝুঁকিপূর্ণ। বিদ্যালয়ে মোট শিক্ষক পাঁচজন। ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের একমাত্র সরকারি এই বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ৬৯ জন। এদের প্রায় সবাই শ্রমজীবী ও গরিব পরিবারের সন্তান

মোশতাক আহমেদ ●

প্রায় দুই বছর আগে (২০১৪ সালের ১৪ মার্চ) 'মুছে যাবে বিদ্যালয়টি!' শিরোনামে *প্রথম আলোয়* একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল। এতে রাজধানীর বেইলি রোডে বাংলাদেশ গার্ল গাইডস অ্যাসোসিয়েশনের ভেতরে অবস্থিত ধ্বংসপ্রায় সামাজিক শিক্ষাকেন্দ্র সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দুরবস্থার চিত্র তুলে ধরা হয়েছিল।

গার্ল গাইডস অ্যাসোসিয়েশন চায় না, এখানে বিদ্যালয়টি থাকুক। এ কারণে জায়গা নিয়ে মামলা-মোকদ্দমাসহ বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতায় ৫৪ বছরের পুরোনো এই বিদ্যালয় বিলীন হওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হয়।

তবে এখনো বিদ্যালয়টি ধ্বংসপ্রায় হলেও আপিল বিভাগের রায়ে সরকারি এই বিদ্যালয়টি স্থায়ীভাবে টিকে থাকার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। আশার সঞ্চার তৈরি হয়েছে ওই বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের। বিদ্যালয়ের একাধিক শিক্ষক জানিয়েছেন, গত ২০ জানুয়ারি আপিল বিভাগ এখানে বিদ্যালয়টি থাকার বিষয়ে রায় দিয়েছেন। এখন বিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণের প্রক্রিয়া চলছে। অবশ্য গার্ল গাইডস অ্যাসোসিয়েশনের একজন কর্মকর্তা গতকাল *প্রথম আলোকে* বলেছেন, তাঁরা আপিল বিভাগের রায়ের বিরুদ্ধে পর্যালোচনা (রিভিউ) চাইবেন।

গতকাল বৃহস্পতিবার এবং কয়েক দিন আগে সেখানে গিয়ে দেখা যায়, বিদ্যালয়টির চিত্র এখনো খুব করুণ। গার্ল গাইডস অ্যাসোসিয়েশনের ফটক পেরিয়ে বিদ্যালয়টিতে প্রবেশ করতে হয়। ভেতরে গিয়ে দেখা যায়, ওপরে টিনের ছাউনি দেওয়া ভাঙাচোরা একটি ঘর। বেড়াগুলোও ভাঙাচোরা। এক পাশে বেড়াও নেই। এ ঘরেই ভাঙাচোরা চেয়ার-টেবিলে ক্লাস চলছে। বিদ্যালয়ে বিদ্যুৎ ও শৌচাগারও নেই। সামনের বেড়ায় লাগানো এক পোস্টারে লেখা 'শিশু গড়বে সোনার দেশ, যদি পায় পরিবেশ'। কিন্তু এই বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা কত করুণ পরিবেশে পড়ালেখা করে, তা না দেখলে বোঝার উপায় নেই।

এ সময় এক পাশে দুজন ছাত্রকে পড়াচ্ছিলেন এক শিক্ষক। এদের একজন পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ে, আরেকজন চতুর্থ শ্রেণিতে। শিক্ষক তাহমিনা আক্তার বললেন, এমন পরিবেশে ক্লাস নিতে তাঁর খুব খারাপ লাগে। আরও শিক্ষার্থী থাকলেও এই পরিবেশের কারণে চলে যায়।

আলাদা কক্ষ না থাকায় কয়েক দিন আগে ব্যানার দিয়ে দেওয়া বেড়ার ওপর পাশে পড়াচ্ছিলেন আরেক শিক্ষক শ্রীকান্ত দাস। সেখানে তৃতীয় শ্রেণির সাতজন শিক্ষার্থীকে তিনি পড়াচ্ছিলেন। বললেন, তিনি নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত। গত ২৬ জানুয়ারি যোগ দিয়েছেন। ঢাকা শহরের একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবস্থা এমন হতে পারে, সেটা তাঁর কল্পনায় ছিল না। এ জন্য চাকরির শুরুর দিনে মন খারাপ হয়েছিল। বাথরুম না থাকায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের খুব সমস্যায় পড়তে হয়। পাশে গার্ল গাইডস অ্যাসোসিয়েশনের ভবন নির্মাণের কারণেও সমস্যা হচ্ছে। তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থী নিশা আক্তার বলছিল, পরিবেশ ভালো না হওয়ায় সব সময় খারাপ লাগে।

পাশের একটি জরাজীর্ণ ভুতুড়ে ঘরে শিক্ষককের বসার কক্ষ থাকলেও সেটিও ঝুঁকিপূর্ণ। বিদ্যালয়ে মোট শিক্ষক পাঁচজন। ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের একমাত্র সরকারি এই বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ৬৯ জন। এদের প্রায় সবাই শ্রমজীবী ও গরিব পরিবারের সন্তান। কিন্তু পরিবেশ খারাপ হওয়ায় অনেকে ঠিকমতো আসে না। আগে কয়েক শ শিক্ষার্থী ছিল। জানতে চাইলে রমনা উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মমতাজ বেগম বলেন, তাঁরা এখন রায়ের কপির জন্য অপেক্ষা করছেন। তবে ভবন নির্মাণের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরকেও জানানো হয়েছে।

১৯৬২ সালে গাইড হাউস বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করলেও ১৯৭৩ সালে অন্যান্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গে এই বিদ্যালয়টিও জাতীয়করণ হয়। তখন থেকে সেটি প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে। ১৯৮৯ সালে গার্ল গাইডস অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরকে এই বিদ্যালয়টি সরিয়ে নিতে অনুরোধ করা হয়। একপর্যায়ে বিষয়টি আদালতে গড়ায়।